প্রশ্ন- ১৬ ঃ ইব্নে সামছের ১৬নং দাবী হলো- "প্রচলিত মিলাদ মাহ্ফিল বিদ্আত। কারণ নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবেঈন্ ও তাবে-তাবেঈনদের থেকে তা প্রমানিত নয়"। (মাসিক মদিনা, মার্চ-২০০৩ সংখ্যা)

-এখন জিজ্ঞাস্য বিষয় হলো- সত্যিই কি তার দাবীমতে ঐ যুগে মিলাদ মাহ্ফিলের কোন অস্তিত্ব ছিলনা?

ফতোয়া ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্নে সামছের দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা- বরং মিলাদ মাহ্ফিলের আয়োজন স্বয়ং নবী করিম (দঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন (রাঃ)-গনের বাণী ও আমল দ্বারাই প্রমাণিত। ইব্নে সামছ নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবের হাওয়ালা উল্লেখ করেনি। এতেই তার ধোকাবাজী ও প্রতারণা ধরা পড়ে গেছে।

ইব্নে সামছের জন্মের ৫০০ ও ৮০০ বৎসর পূর্বের লিখিত তিনখানা নির্ভরযোগ্য আরবী কিতাব হতে এবারত উদ্ধৃত করে আমরা প্রমাণ করবো- মিলাদ মাহ্ফিল স্বয়ং সাহাবীগণ উদযাপন করেছেন এবং নবী করিম (দঃ) তথায় উপস্থিত হয়ে মাহ্ফিলকারীদের জন্য সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তাছাড়া খোলাফায়ে রাশেদীন মিলাদুন্নবীর মাহ্ফিলের ফযিলতও বর্ণনা করেছেন। তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন যুগের বুযুর্গানেদ্বীন মিলাদ মাহ্ফিলের বিশেষ ফযিলত বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে দাহ্ইয়া কৃত আত্ তানভীর, আল্লামা ইব্নে হাজর হায়তামী মক্কী- (রহঃ) কৃত "আন্-নে'মাতুল কোব্রা আলাল আলম" ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) কৃত "সাবিলুলহুদা" নামক গ্রন্থত্রয় সারা পৃথিবীতে পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত। এখন থেকে প্রায় ৮০০ ও ৫০০ বৎসর পূর্বে এগুলো রচিত। আমরা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উক্ত কিতাবত্রয়ের রেওয়ায়াতগুলো তুলে ধরছি। তাতেই ইব্নে সামছের জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে- ইন্শা-আল্লাহ্।

১নং প্রমান ঃ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতি কৃত "সাবিলুলহুদা" ও ইব্নে দাহ্ইয়াকৃত আত্-তানভীর গ্রন্থে হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ-

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ

ফতোয়ায়ে ছালাছীন - ৫০

www.sunnibarta.com

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلٰى بَيْتِ عَامِرِ الْاَنْصَارِيِّ وَهُوَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ لِاَبْنَائِهِ وَعَشِيْرَتِهِ وَيَقُوْلُ – هٰذَا اَلْيَوْمُ– فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَ عَلَيْكَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَتَهُ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكُمْ (اَلتَّنْوِيْرُ فِيْ مَوْلِدِ النَّذِيْرِ الْبَشِيْرِ لِابْنِ دَحْيَةَ ٦٠٤ هج وَ سَبِيْلُ الْهُدٰى وَ الدُّرُّ الْمُنَظَّمُ)

অর্থঃ "হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত- তিনি বলেনঃ আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মদিনাবাসী হযরত আবু আমের আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে গমন করে দেখি- তিনি তাঁর সন্তানাদি ও আত্মীয়স্বজনকে একত্রিত করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বেলাদত বা জন্ম বৃত্তান্ত শিক্ষা দিচ্ছেন এবং বলছেন- আজই সেই দিন- অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফ। এতদশ্রবনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন- "হে আমের! আল্লাহ্পাক তোমার জন্য অসংখ্য রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন এবং তাঁর ফিরিস্তাগণ তোমাদের সকলের জন্য মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করছেন" (ইবনে দাহ্ইয়া ৬০৪ হিঃ-এর আত্তানভীর, ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতি-এর সাবিলুল হুদা এবং আবদুলহক এলাহাবাদীর দূররে মুনাজজাম)।

২নং দলীল ঃ আবদুল হক এলাহাবাদীর আদ্দুররুল মুনাযযাম্, ইমাম ইবনে দাহ্ইয়া (৬০৪ হিঃ)-এর আত্-তান্ভীর ও মৌলুদে কবীর গ্রন্থে উল্লেখিত একখানা রেওয়ায়াতঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْمٍ فِيْ بَيْتِهِ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ فَيُبَشِّرُوْنَ وَيَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ – اِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَالَ

www.sunnibarta.com

حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِيْ- (اَلدُّرُّ الْمُنَظَّمُ - اَلْمَوْلُوْدُ الْكَبِيْرُ - اَلتَّنْوِيْرُ)

অর্থঃ "হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত- তিনি একদিন তাঁর নিজ ঘরে কিছু লোক জমায়েত করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেলাদাত বা জন্ম সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনা করে দরূদও সালাম পাঠ করে এবং আল্লাহ্র প্রশংসা মূলক বর্ণনা উপস্থাপন করে খুশী বা ঈদ উদযাপন করছিলেন। এমন সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথায় উপস্থিত হলেন এবং মিলাদ শরীফ দেখে এরশাদ করলেন- "তোমাদের সবার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হয়ে গেলো" (দূররে মুনাযযাম্, মৌলুদে কবীর ও আত্-তানভীর)।

প্রিয় পাঠকগণ! উপরের দুখানা রেওয়ায়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, পবিত্র বেলাদাতের ঘটনা বর্ণনা করে দরূদ ও সালাম পাঠ করলে রহমতের দরজা খোলা হয়, ফিরিস্তাগণ মাগফিরাতমূলক দোয়া করেন এবং নবী করিম (দঃ)-এর শাফাআত নসীব হয়। ইব্নে সামছ কত বড় বদনসীব যে, সে তিনটি কিতাবের একটিও পড়েনি। ইমাম ইব্নে দাহ্ইয়া ও ইমাম জালালুদ্দীন সয়ুতির উদ্ধৃতির পর আর কোন দলীলের প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। ইব্নে সাম্ছ প্রচলিত মিলাদকে বিদ্আত বলে সে নিজেই বে-দাঁতী হয়ে গেছে।

৩নং দলীল ঃ মক্কা শরীফের মুফতী আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (রহঃ ৯৭৪ হিঃ) তাঁর জগত বিখ্যাত কিতাব "আন-নে'মাতুল কুব্রা আলাল আলম" গ্রন্থে খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক বর্ণিত মিলাদুন্নবী মাহফিলের ফযিলত এভাবে উল্লেখ করেছেন-

فَصْلٌ فِيْ بَيَانِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَائَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَفِيْقِيْ فِى الْجَنَّةِ- وَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

www.sunnibarta.com

وَسَلَّمَ فَقَدْ اَحْيَى الْاِسْلَامَ – وَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَائَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ– وَ قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ سَبَبًا لِقِرَائَتِهٖ لَايَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا بِالْاِيْمَانِ وَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ– (اَلنِّعْمَةُ الْكُبْرٰى عَلَى الْعَالَمِ فِيْ مَوْلِدِ سَيِّدِ وُلْدِ اٰدَمَ – لِلْعَلَّامَةِ شِهَابُ الدِّيْنِ بْنِ حَجَرٍ هَيْتَمِيِّ الْمُتَوَفّٰى سَنَةَ ٩٧٤)

অর্থ- অধ্যায়ঃ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা-

"হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (দঃ) পাঠ করার জন্য এক দিরহাম খরচ করবে, সে জান্নাতে আমার সাথী হবে"।

"হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- যে ব্যক্তি সম্মানের সাথে মিলাদুন্নবী (দঃ) উদযাপন করবে, সে দ্বীন ইসলামকে পূনর্জীবিত করবে"।

"হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (দঃ)-এর জন্য এক দিরহাম খরচ করলো, সে যেন জঙ্গে বদর ও জঙ্গে হোনাইনে শরিক হলো" (কাফেরদের বিরূদ্ধে)।

"হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ্হাহু ওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (দঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং মিলাদুন্নবী (দঃ) উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে, সে ঈমানের সাথে দুনিয়া ত্যাগ করবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে" (মৃতুর সময় তওবা নসীব হবে। তওবা নসীব হলে সব গুনাহ্ মাফ। সুতরাং বিনা হিসাবে জান্নাত)।

(আল্লামা শিহাবুদ্দীন ইবনে হাজর হায়তামী (মৃত্যু ৯৭৪ হিঃ) কৃত আন-নে'মাতুল কোবরা আলাল আলম পৃষ্ঠা ৭ ও ৮)।

বিঃদ্রঃ ইব্নে সাম্ছ মাসিক মদিনায় দাবী করেছে- প্রচলিত মিলাদুন্নবী বিদ্আত।

www.sunnibarta.com

কারণ, নবী করিম (দঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী দুই যুগের বুযুর্গদের দ্বারা নাকি প্রমাণিত নয়। পাঠকবর্গ দেখলেন- মিলাদ শরীফ স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সমর্থিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এরপরও যারা মিলাদুন্নবীর বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা হয় অন্ধ, নতুবা নবী ও সাহাবী বিদ্বেষী। এরা মুনাফিক। উক্ত গ্রন্থে হাসান বসরী তাবেয়ী, মারুফ কারাখী তাবে তাবেয়ী, ছিররি ছাক্‌তি, জুনায়দ বাগদাদী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী- প্রমূখ বুযুর্গানেদ্বীন ও ইমামগণের মতামতও বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মিলাদ ও কিয়ামের বিধান, তাফসীরে রুহুল বয়ান ৯ম খন্ড ৫৬ ও ৫৭ পৃষ্ঠা, আলবেদায়া ওয়ান নেহায়া, আত তানভীর, নুরুদ্দীন হালাবীর ইনসানুল ওয়ূন, জাওয়াহিরুল বিহার, আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী, আল্লামা ইবরাহীম হলবীর সিরতে হলবী, ইমাম আবু শামা, ইমাম বরজাঞ্জী, সামছুদ্দীন ইবনে জাজরী ও ইবনে হাজর হায়তামীর আন-নে'মাতুল কোব্‌রা প্রভৃতি।